

মানব কল্যাণ প্রবন্ধের জ্ঞানমূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন১- প্রাবন্ধিক আবুল ফজল কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

উত্তর: আবুল ফজল ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন২- আবুল ফজলের জন্মতারিখ কোনটি?

উত্তর: পহেলা জুলাই।

প্রশ্ন৩- মানবতন্ত্র গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর: মানবতন্ত্র গ্রন্থটির লেখক আবুল ফজল।

প্রশ্ন৪- এক মুষ্টি শিক্ষা দেওয়া কেও আমরা মানবকল্যাণ মনে করি কেন?

উত্তর: উপলব্ধি হীনতার কারণে।

প্রশ্ন৫- কোন কাজ মানুষত্ববোধ ও মানব মর্যাদা কে ক্ষুণ্ণ করে?

উত্তর: শিক্ষা প্রদান করা মানব কল্যাণ কে ক্ষুণ্ণ করে।

প্রশ্ন৬- কোন বিষয়টি আমাদের উপলব্ধি করা হয়না?

উত্তর: মানব মর্যাদা কে ক্ষুণ্ণ করা।

প্রশ্ন৭- মানব কল্যাণ প্রবন্ধ উপরের হাত বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?

উত্তর: উপরের হাত বলতে দাতা কে বোঝায়।

প্রশ্ন৮- দান বা শিক্ষা গ্রহণকারীদের মাঝে কোনটি প্রতিফলিত হয়?

উত্তর: দীনতা প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্ন৯- শিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়?

উত্তর: সর্ব অবয়বে প্রতিফলিত হয়।

প্রশ্ন১০- মানব কল্যাণ প্রবন্ধ এ মানুষত্ব আর মানব মনের দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগ্রহ গ্রহীতার মধ্যে পার্থক্য কেমন?

উত্তর: আকাশ পাতাল পার্থক্য।

প্রশ্ন১১- মানব কল্যাণ অনুযায়ী কোনটি জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনার প্রতীক?

উত্তর: রাষ্ট্র যৌথ জীবন ও যৌথ চেতনার প্রতীক।

প্রশ্ন১২- আবুল ফজলের মতে কখন রাষ্ট্র আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়?

উত্তর: যখন হাতপাতা আর চাটুকারিতা কে প্রশ্রয় দেয়।

প্রশ্ন১৩- আবুল ফজল কোন কাজকে মানব কল্যাণ মনে করেন না?

উত্তর: করুনার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাত কে।

প্রশ্ন১৪- মানুষত্ববোধ ও মানব মর্যাদা কে ক্ষুণ্ণ করার বিষয়টি আমাদের উপলব্ধি করা হয় না কেন?

উত্তর: মানব কল্যাণ এর প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে না পারার কারণে।

প্রশ্ন১৫- মানব কল্যাণ প্রবন্ধের আবুল ফজলের মতে, একটি রাষ্ট্র কিভাবে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে?

উত্তর: হাত পাতা ও চাটুকারিতা কে প্রশ্রয় না দেওয়ার মাধ্যমে।

প্রশ্ন১৬- মানব কল্যাণ প্রবন্ধে মানুষত্বের অবমাননা বলতে আবুল ফজল কি বুঝিয়েছেন?

উত্তর: মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়া কে।

প্রশ্ন১৭- মানব কল্যাণ এর উৎস মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই নিহিত কেন?

উত্তর: মানুষত্ববোধ অর্জন সম্ভব হয় বলে।

প্রশ্ন১৮- মানব কল্যাণ প্রবন্ধ এ করুনার বশবর্তী হয়ে দান খয়রাতের অসম্ভবই পরিণতি কি ছিল?

উত্তর: মানুষত্ব বোধের অবমাননা।

প্রশ্ন১৯- মানব কল্যাণ প্রবন্ধটি বর্ণিত ভিক্ষুক কার কাছে শিক্ষা চাইতে এসেছিল?

উত্তর: ইসলামের নবীর কাছে।

প্রশ্ন২০- মানব কল্যাণ প্রবন্ধে নবী ভিক্ষুককে কি দিয়েছিলেন?

উত্তর: কুড়াল দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন২১- মানব কল্যাণ প্রবন্ধ অনুযায়ী মানুষকে কোন পথে বেড়ে উঠতে হবে?

উত্তর: মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে হবে।

প্রশ্ন২২- সমাজের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ বা ইউনিট কোনটি?
উত্তর: পরিবার সমাজের ক্ষুদ্রতম ইউনিট।

প্রশ্ন২৩- আবুল ফজলের মতে মানব কল্যাণ কি হতে পারে না?
উত্তর: স্বয়ম্ভূ হতে পারেনা।

প্রশ্ন২৪- মানব কল্যাণ প্রবন্ধের প্রতিটি মানুষকে কেমন হতে হবে?
উত্তর: প্রতিটি মানুষকে সামাজিক হতে হবে।

প্রশ্ন২৫- প্রতিটি মানুষের মানব কল্যাণ কিসের সাথে সম্পর্কিত?
উত্তর: সমাজের ভালো-মন্দের সাথে।

প্রশ্ন২৬- মানুষের মনুষ্যত্ব কে বাদ দিয়ে স্রেফ তার জৈব অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল মানব কল্যাণ কি হতে পারে না?
উত্তর: ফলপ্রসূ হতে পারেনা।

প্রশ্ন২৭- লেখক এর মতে মানব কল্যাণের কোন রূপ দেখার জন্য দূর-দূরান্তে যাওয়ার প্রয়োজন নেই?
উত্তর: কুৎসিত রূপ দেখার জন্য দূর-দূরান্তে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন২৮- আবুল ফজলের মতে মানব কল্যাণের কোন রূপ আমাদের আশেপাশে সারা দিকে তাকালেই দেখা যায়?
উত্তর: কুৎসিত রূপ।

প্রশ্ন২৯- কোন মনোভাব নিয়ে মানুষের কল্যাণ করা যায় না?
উত্তর: বিভক্তিকরণের মনোভাব।

প্রশ্ন৩০- কোন পথে মানুষের কল্যাণ করা যায়?
উত্তর: সমতা আর সংযোগ সহযোগিতার পথে।

প্রশ্ন৩১- সত্যিকারের মানবকল্যাণ কিসের ফসল?
উত্তর: মহৎ চিন্তাভাবনার ফসল।

প্রশ্ন৩২- বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভার সবাই কিসের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন?
উত্তর: মানবিক চিন্তা ও আদর্শের উত্তরাধিকার।

প্রশ্ন৩৩- “তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন” এই উক্তিটি কার?
উত্তর: বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রশ্ন৩৪- অন্তর জগতের বাইরে যেয়ে জগতকে আমরা অহরহ দেখতে পায় তার মৌলিক সত্য কি?
উত্তর: পারস্পরিক সংযোগ সহযোগিতা।

প্রশ্ন৩৫- রেডক্রস কোন ধরনের সংস্থা?
উত্তর: সেবামূলী সংস্থা।

প্রশ্ন৩৬- এক জাগতিক মানবধর্ম বলতে আবুল ফজল কি বুঝিয়েছেন?
উত্তর: মানব কল্যাণ কি বুঝিয়েছেন।

প্রশ্ন৩৭- পৃথিবীতে বর্তমানে দুষ্ট অবহেলিত বাস্তবহারা স্বদেশ বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে কেন?
উত্তর: মানুষের স্বাভাবিক অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার অভাবে।

প্রশ্ন৩৮- মানব কল্যাণ মানব অপমানে পরিণত হয় কিভাবে?
উত্তর: মানুষের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা না হলে।

প্রশ্ন৩৯- কোন সম্পর্কের অভাব ঘটলে মানব কল্যাণ কথাটা স্রেফ ভিক্ষা দেওয়া নেওয়ার সম্পর্কে পরিণত হয়?
উত্তর: পারস্পরিক সহমর্মিতার, পারিবারিক সংযোগ সহযোগিতার।

প্রশ্ন৪০- আবুল ফজলের মতে আমরা বর্তমানে কিসের অংশ?
উত্তর: বৃহত্তর মানবতার।

প্রশ্ন৪১- আবুল ফজলের মতে স্রেফ কি দ্বারা মানব কল্যাণ সাধিত হয় না?
উত্তর: শুধু সদৃষ্টি দ্বারা সাধিত হয় না।

প্রশ্ন৪২- মানব কল্যাণ প্রবন্ধ মতে সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে কিভাবে?
উত্তর: নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে মোকাবেলা করতে হবে।

প্রশ্ন৪৩- লেখক এর দৃষ্টিতে মানবকল্যাণ হতে পারেনা কোনগুলো?
উত্তর: সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন, স্বয়ম্ভূ।

প্রশ্ন৪৪- কিভাবে মানব কল্যাণ করা যায়?
উত্তর: সমতার পথে ও সহযোগ সহযোগিতার পথে।

প্রশ্ন৪৫- কিভাবে মানব কল্যাণ মানব অপমানে পরিণত হয়?

উত্তর: মানুষ তার স্বাভাবিক অধিকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে ও মানুষ তার ময়দার স্বীকৃতি না পেলে।

প্রশ্ন৪৬- মনীষা শব্দের অর্থ কি?

উত্তর: বুদ্ধি।

প্রশ্ন৪৭- রেশনাল শব্দের আভিধানিক অর্থ কি?

উত্তর: বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন।

প্রশ্ন৪৮- মানব কল্যাণ প্রবন্ধটি কত খ্রিস্টাব্দে রচিত?

উত্তর: ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে রচিত।

প্রশ্ন৪৯- মানব কল্যাণ প্রবন্ধটি লেখক এর কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

উত্তর: মানবতন্ত্র গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন৫০- আবুল ফজলের মতে মানব কল্যাণ কি?

উত্তর: মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস।

Rate Us 5 Star

মানব কল্যাণ প্রবন্ধের অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১. ‘রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক’ – উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা জাতীয় জীবন ও জাতীয় চেতনার সাথে রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ককে বোঝানো হয়েছে।

একটি জাতি যেভাবে জীবনযাপন করে, যে চেতনা ধারণ করে বেড়ে ওঠে রাষ্ট্রও সে অনুযায়ী পরিচিতি লাভ করে। রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য না করে, তবে রাষ্ট্রও তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ যে রাষ্ট্র হাত পাতা আর চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে রাষ্ট্র কিছুতেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তুলতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রের উচিত মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা এবং মানবিক বৃত্তি বিকাশের পথে যথাযথ ক্ষেত্র বা পরিবেশ তৈরি করে দেওয়া। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা জাতীয় জীবন ও জাতীয় চেতনার সাথে রাষ্ট্রের এমন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ককেই বোঝানো হয়েছে।

২. মানব-কল্যাণ কথাটা আমরা সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি কীভাবে?

মানব-কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করার ফলে আমরা একে সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি।

বর্তমান সমাজে মানুষ মানব কল্যাণ কথাটিকে ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহার করে থাকে। একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকেও তারা মানব কল্যাণ বলে মনে করে থাকে। অথচ এতে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না, বরং মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। মূলত মানব কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করার কারণেই আমরা একে সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি।

৩. কীভাবে বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা যায়?

মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা যায়।

প্রাবন্ধিক আবুল ফজল তাঁর প্রবন্ধে মানব-কল্যাণ কথাটিকে মানব-মর্যাদার সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন মানুষের মর্যাদাবুদ্ধি মানবকল্যাণের অন্যতম শর্ত। আর এ ধরনের মানব কল্যাণ বাস্তবায়িত করতে হলে বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োজিত করতে হবে। আর মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই কেবল তা সম্ভব।

৪. মানব কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে কীভাবে?

মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত হয়।

লেখক বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পান দুঃস্থ, অবহেলিত, বাস্তবহারা, স্বদেশ-বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আবার রিলিফ, রিহেবিলিটেশন প্রভৃতি শব্দের

ব্যবহারও বাড়ছে। তিনি আরও প্রত্যক্ষ করেন রেডক্রসের মতো সেবামূলী সংস্থার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোকে তিনি একধরনের মানব-অপমান বলে মনে করেন। কারণ এসবের মাধ্যমে কখনোই প্রকৃত মানব-কল্যাণ সাধিত হয় না। এগুলো মানুষকে ছোটো করে রাখার কৌশল ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত হয়।

৫. যে রাষ্ট্র হাত পাতা বা চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে রাষ্ট্রের পরিণতি ব্যাখ্যা করো।

যে রাষ্ট্র হাত পাতা বা চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে রাষ্ট্র কখনোই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে না।

হাত পাতা বা চাটুকারিতা মানবচরিত্রের দুটি নেতিবাচক দিক। যে মানুষ বা জাতি এই দুটি কাজকে প্রশ্রয় দেয়, তারা যেন প্রকারান্তরে নিজের বা ঐ জাতির মর্যাদাকেই ভুলুষ্ঠিত করে। ফলে ঐ ব্যক্তি যেমন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়, তেমনি ঐ জাতিও সুনামগরিক সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। কারণ রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক।

৬. মানব-কল্যাণ কীভাবে মানব-মর্যাদার সহায়ক হয়ে উঠবে?

কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব হলে মানব কল্যাণ মানব-মর্যাদার সহায়ক হয়ে উঠবে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক কল্যাণময় পৃথিবী রচনার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। কল্যাণময় পৃথিবী বলতে তিনি এমন পৃথিবীকে বুঝিয়েছেন যেখানে মানব-মর্যাদা কখনো ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় সেখানে মানুষের উত্তরণ ঘটে। তিনি মনে করেন মুক্তবুদ্ধির সহায়তায় পরিকল্পনামাফিক পথে চললে তা সম্ভব; কারণ একমাত্র সুষ্ঠু পরিকল্পনাকারীকে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা যায়। তাই বলা যায়, কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব হলেই মানব কল্যাণ মানব-মর্যাদার সহায়ক হয়ে উঠবে।

৭. ‘মনুষ্যত্বের অবমাননা’ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

মনুষ্যত্বের অবমাননা বলতে লেখক লোক দেখানো মামুলি বস্তুর দানকে বুঝিয়েছেন।

সমাজে মানব-কল্যাণের নামে কিছু লোক মূলত এর অবমাননা করে। তারা সস্তা ও নিম্নমানের জিনিস দান-খয়রাত করে নিজেকে দানশীল প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এতে দানগ্রহণকারী ব্যক্তির মানবিক ও সামাজিক মর্যাদা ভুলুষ্ঠিত হয়। লোক দেখানোর নিমিত্তে এমন দান গর্হিত কাজ। এজন্য লেখক একে মনুষ্যত্বের অবমাননা বলেছেন।

৮. ‘এ সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়।’ – কোন সত্যটা? ব্যাখ্যা করো।

সব রকম কল্যাণকর্মেরই যে সামাজিক পরিণতি রয়েছে, সে সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সবকিছুর সঙ্গেই তার সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে মানুষের কর্মের সাথে যে কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে তা নয়, তার সামাজিক পরিণতিও অবিচ্ছিন্ন।

যেহেতু সব মানুষই সমাজের অঙ্গ তাই তার সব রকম কল্যাণ-কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি। আর এ সত্যটিই অনেক সময় ভুলে থাকা হয়।

৯. ‘দুঃখের বিষয়’ বলতে প্রাবন্ধিক কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা করো।

আমরা যে বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভাদের রেখে যাওয়া আদর্শের উত্তরাধিকারকে জীবনে প্রয়োগ করতে পারিনি, ‘দুঃখের বিষয়’ বলতে প্রাবন্ধিক এ বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

সত্যিকার মানব-কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনার ফসল। যুগে যুগে বাংলাদেশে অনেক মহৎ প্রতিভার জন্ম হয়েছে। তাঁরা আমাদের জন্য মানবিক চিন্তা ও আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। কিন্তু আমরা সেই আদর্শের পথে চলতে ব্যর্থ হয়েছি। ‘দুঃখের বিষয়’ বলতে প্রাবন্ধিক এ বিষয়টিকেই বুঝিয়েছেন।

১০. কীভাবে কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব বলে প্রাবন্ধিক মনে করেন?

প্রাবন্ধিক মনে করেন, মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে সুপরিকল্পিত পথে কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক মানব-কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন অনেকে দুস্থ মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে মানব কল্যাণ বলে মনে করেন। কিন্তু লেখকের মতে, এমন কাজ সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। কালে এভাবে কখনোই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব নয়। তাঁর মতে, মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াসই হলো মানব-কল্যাণ। অর্থাৎ সঙ্গ অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানোই মানব-কল্যাণ। তাই প্রাবন্ধিকের বিশ্বাস মুক্তবুদ্ধির চর্চার মাধ্যমে পরিকল্পনামাফিক পথেই কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব।

[বি.দ্র. প্রশ্নোত্তরগুলো কমনের নিশ্চয়তার চেয়ে বেশিগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন লেখার পদ্ধতি হিসেবে। পাঠ্য বই সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা রেখে উত্তর লেখার পদ্ধতি অনুসরণের অনুরোধ রইল। কারণ সবাই উত্তর করে কিন্তু সঠিক পদ্ধতিতে না লেখার কারণে পূর্ণ নম্বর পায় না। তাই অনুধাবন অংশে অবশ্যই ক(জ্ঞান) খ(অনুধাবন) দুই পর্বে লিখলে এ অংশে ০২ নম্বর পেতে কোন অসুবিধা হবে না।]

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের সৃজনশীল প্রশ্নোত্তর

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

আমার একার সুখ,

সুখ নহে ভাই, সকলের সুখ,

সখা, সুখ শুধু তাই।

আমার একার আলো সে যে অন্ধকার,

যদি না সবারে অংশ দিতে পাই।

সকলের সাথে বন্ধু, সকলের সাথে,

যাইব কাহারে বল; ফেলিয়া পশ্চাতে।

এক সাথে বাঁচি আর এক সাথে মরি, এসো বন্ধু,

এ জীবন সুমধুর করি।

ক. ‘ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ’ - কথাটি কে বলেছেন?

খ. ‘রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক’ - উক্তিটি দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. কবিতাংশটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের কোন দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘কবিতাংশটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের আংশিক প্রতিচ্ছবি’ -তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

সৃজনশীল উত্তর-১

ক. ‘ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ’ কথাটি ইসলামের নবি বলেছেন।

খ. আলোচ্য উক্তিটি দ্বারা জাতীয় জীবন ও জাতীয় চেতনার সাথে রাষ্ট্রের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ককে বোঝানো হয়েছে।

রাষ্ট্র যদি তার নাগরিকদের আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য না করে, তবে রাষ্ট্র ও তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ যে রাষ্ট্র হাত পাতা আর চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে রাষ্ট্র কিছুতেই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তুলতে পারে না। কাজেই রাষ্ট্রের উচিত মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে সাহায্য করা এবং মানবিক বৃত্তি বিকাশের পথে যথাযথ ক্ষেত্র বা পরিবেশ তৈরি কওে দেওয়া। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি দ্বারা জাতীয় জীবন ও জাতীয় চেতনার সাথে রাষ্ট্রের এমন অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ককেই বোঝানো হয়েছে।

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে বর্ণিত মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস নিয়ে কল্যাণময় পৃথিবী রচনার দিকটিকে প্রতিফলিত করেছে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক কীভাবে কল্যাণময় পৃথিবী রচনা সম্ভব, সে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। লেখকের মতে, করুণার বশবর্তী হয়ে দান- কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস, যা মানব-মর্যাদাকে অবমাননা করে কখনোই সম্ভব নয়। তাই প্রকৃতভাবে মানুষের কল্যাণ করতে চাইলে সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো প্রয়োজন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কল্যাণময় পৃথিবী রচনার ক্ষেত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সঙ্গে সুখ ভাগাভাগি করে নিচ্ছে। নিজ স্বার্থ উপেক্ষা করে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার মাধ্যমে কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করতে চাইছে। যেখানে মানুষে মানুষে থাকবে না কোনো বৈষম্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকের কবিতাংশটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে বর্ণিত সকল শ্রেণির মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস নিয়ে কল্যাণময় পৃথিবী রচনার দিকটিই প্রতিফলিত করেছে।

ঘ. উদ্দীপকের কবিতাংশটিতে কেবল কল্যাণময় পৃথিবী রচনায় কবির প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়েছে, যা ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের আংশিক প্রতিচ্ছবি, পূর্ণাঙ্গ নয়।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারে সচেতন হয়েছেন। এক্ষেত্রে তিনি সমাজে প্রচলিত মানব কল্যাপ কথাটির উপলব্ধিহীন প্রয়োগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি প্রকৃত মানব-কল্যাণ কীভাবে সম্ভব তার বিস্তারিত দিক তুলে ধরেছেন। মানব-কল্যাণ কথাটার অর্থ ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহার করলে মানব-মর্যাদার যে অবমাননা ঘটে, সে বিষয়েও তিনি সকলকে সচেতন করেছেন। করুণার বশবর্তী হয়ে সামান্য দান-খয়রাত করে মানব-মর্যাদার অবমাননা না করে মানুষের সার্বিক মান সাধনের প্রতিই তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেছেন।

উদ্দীপকের কবিতাংশে কল্যাণময় পৃথিবী রচনায় পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির গুরুত্বের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। সংসারজীবনে সকলের সুখ-দুঃখ নিজের করে নিতে পারলেই প্রকৃত সুখের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতাই যে পারে কল্যাণময় পৃথিবী গড়ে তুলতে, সে বিষয়টিই উদ্দীপকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

‘মানব কল্যাণ’ প্রবন্ধে কল্যাণময় পৃথিবী রচনার গুরুত্বের পাশাপাশি দেশে মানব কল্যাণের প্রকৃত চিত্র উঠে এসেছে। মানব কল্যাণের নামে কীভাবে মানব-মর্যাদার অবমাননা ঘটানো হয়, সে বিষয়টিও প্রবন্ধটিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। মনুষ্যত্বের অবমাননার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করে মানব-কল্যাণ কথাটির প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য তুলে ধরায় প্রবন্ধটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে কেবল ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের অন্যতম বিষয় কল্যাণময় পৃথিবী রচনার ক্ষেত্র তুলে ধরা হয়েছে, যা প্রবন্ধটির একটি খণ্ডাংশ।

আর এ কারণেই আমি মনে করি উদ্দীপকের কবিতাংশটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের একটি আংশিক প্রতিচ্ছবি, পূর্ণাঙ্গ নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,

তরুণগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।

গাভী কচু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান;

কা’দগ্ধ হয়ে করে পরে অন্ন দান।

স্বর্ণ করে নিজ রূপে অপরে শোভিত।

বংশী করে নিজ সুরে অপরে মোহিত।

শস্য জন্মাইয়া নাহি খায় জলধরে।

সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত তরে।

ক. মানুষকে কোন পথে বেড়ে উঠতে হবে?

খ. মানব-কল্যাণ কথাটা আমরা সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি কীভাবে?

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের কোন দিকটি তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “উক্ত দিকটিই ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের একমাত্র দিক নয়।”- তোমার মতের পক্ষে যুক্তি দাও।

সৃজনশীল উত্তর-২

ক. মানুষকে মানবিক-বৃত্তির বিকাশের পথে বেড়ে উঠতে হবে।

খ. মানব-কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করার ফলে আমরা একে সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি। বর্তমান সমাজে মানুষ মানব কল্যাণ কথাটিকে ক্ষুদ্রার্থে ব্যবহার করে থাকে। একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকেও তারা মানব কল্যাণ বলে

মনে করে থাকে। অথচ এতে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় না, বরং মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়। মূলত মানব কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি না করার কারণেই আমরা একে সস্তা ও মামুলি বানিয়ে ফেলেছি।

গ. উদ্দীপকের কবিতাংশটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে বর্ণিত মানব কল্যাণ কথাটির প্রকৃত তাৎপর্যের দিকটি তুলে ধরে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মানব-কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর ধারণায় করুণাবশত দান-খয়রাত করা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। এর বিপরীতে তিনি মনে করেন, মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াসই হলো মানব-কল্যাণ। তাঁর বিশ্বাস, পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা ও নিঃস্বার্থ মনোভাবই পারে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে।

উদ্দীপকের কবিতাংশে আমরা মানব কল্যাণ তথা অপরের কল্যাণ সাধনের গুরুত্বের দিকটি প্রত্যক্ষ করি। পৃথিবীর প্রতিটি সৃষ্টি যেমন অপরের কল্যাণ সাধন করে থাকে, তেমনি মানুষেরও উচিত অপরের কল্যাণ সাধন করা। কারণ অপরের কল্যাণ সাধনের মধ্যেই রয়েছে মানুষের সার্বিক মুক্তি। ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের লেখকও এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকের কবিতাংশটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে বর্ণিত মানব কল্যাণ কথাটির প্রকৃত তাৎপর্যের দিকটিই তুলে ধরে।

ঘ. উদ্দীপকে কেবল মানব-কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকটি উঠে এসেছে, যা ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলেও প্রবন্ধটিতে আরও অনেক দিকের সমাবেশ ঘটেছে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক যেমন মানব-কল্যাণের তাৎপর্যময় দিকের উল্লেখ করেছেন, তেমনি আরও নানা বিষয়ের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। মানুষের উপলব্ধিহীনতার কারণে মনুষ্যত্বের অবমাননার দিকটি প্রবন্ধটিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। এছাড়া তিনি মানব-মর্যাদা বৃদ্ধির উপায়ও বাতলে দিয়েছেন। একটি রাষ্ট্র কীভাবে মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি পেতে পারে, সে বিষয়টিও প্রবন্ধটিতে উঠে এসেছে।

উদ্দীপকে কেবল মানব-কল্যাণ সাধনের প্রতি মানুষের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, সে বিষয়টি সুন্দররূপে দৃষ্টান্তসহকারে তুলে ধরা হয়েছে। নদী, তরু, গাভী, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, বংশী, শস্য প্রভৃতির কল্যাণময় ভূমিকার দিকটি স্বরণ করিয়ে দিয়ে মানুষের কর্তব্য কী হওয়া উচিত, সে বিষয়টি কবি

উপস্থাপন করেছেন। এখানে পারস্পরিক কল্যাণ সাধনই যে মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য, সে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে।

উদ্দীপক ও ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের পর্যালোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, উদ্দীপকটি কেবল মানব-কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্যের দিকটি উপস্থাপন করলেও প্রবন্ধে এ দিকটি ছাড়াও আরও নানা বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। সেখানে যেমন রয়েছে মানব কল্যাণ সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা, তেমনি রয়েছে মানব-মর্যাদা বৃদ্ধিতে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত তার দিকনির্দেশনা।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নির্দেশিত দিকটিই ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের একমাত্র দিক নয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

সমাজসেবার ক্ষেত্রে বাংলার ক্ষুদীরাম, হাজি মুহম্মদ মুহসীন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান। ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী বিশ্বখ্যাত নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা, আর্জেন্টিনার চে গুয়েভারা প্রমুখ মহান নেতার নাম উল্লেখযোগ্য। মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমেই ইতিহাসে তাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁরা শুধু অর্থ দিয়ে নয়, নিঃস্বার্থভাবে জীবন দিয়ে মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে গেছেন। এসব মহৎপ্রাণব্যক্তির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে মানবসেবায় আমরা নিজেদের উদ্ভুদ্ধ করতে পারি।

ক. লেখকের মতে, কোন ধারণা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক?

খ. কীভাবে বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা যায়?

গ. উদ্দীপকে ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘উদ্দীপকের বিষয়বস্তু ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে পারেনি’ - মন্তব্যটির যথার্থতা যাচাই করো।

সৃজনশীল উত্তর-৩

ক. লেখকের মতে, করুণাবশত, দান-খয়রাত করা সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক।

খ. মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োগ করা যায়।

প্রাবন্ধিক আবুল ফজল তাঁর প্রবন্ধে মানব-কল্যাণ কথাটিকে মানব-মর্যাদার সহায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখিয়েছেন। তিনি মনে করেন মানুষের মর্যাদাবৃদ্ধি মানবকল্যাণের

অন্যতম শর্ত। আর এ ধরনের মানব কল্যাণ বাস্তবায়িত করতে হলে বিজ্ঞানের অভাবনীয় আবিষ্কারকে ধ্বংসের পরিবর্তে সৃজনশীল মানবিক কর্মে নিয়োজিত করতে হবে। আর মুক্ত বিচারবুদ্ধির সাহায্যেই কেবল তা সম্ভব।

গ. উদ্দীপকে ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে বর্ণিত মহৎ প্রতিভাদের আদর্শেও উত্তরাধিকারের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক মহৎ প্রতিভাদের আদর্শের উত্তরাধিকারের কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন, সত্যিকার মানব কল্যাণ মহৎ চিন্তা-ভাবনার ফসল। আর বাংলাদেশের মহৎ প্রতিভারা সবাই মানবিক চিন্তা ও আদর্শের উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। সে উত্তরাধিকার আমাদের জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাদের দেখানো পথে চলতে হবে।

উদ্দীপকে মহৎ প্রতিভাদের জীবনাদর্শের কথা তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে ক্ষুদীরাম, হাজী মুহম্মদ মুহসীন, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বিশ্বনেতাদের মহৎ কর্ম চিত্রিত হয়েছে। মানব-কল্যাণে আত্মনিয়োগের মাধ্যমেই তাঁরা পৃথিবীতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করলেই আমরা কল্যাণময় পৃথিবী রচনা করতে সক্ষম হব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, উদ্দীপকে ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে বর্ণিত মহৎ প্রতিভাদের আদর্শের উত্তরাধিকারের দিকটিই প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ. উদ্দীপকে কেবল মহৎপ্রাণ মানুষদের জীবনাদর্শের উত্তরাধিকারের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে, যা ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের খ-িত চিত্র প্রকাশ করে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক মানব-কল্যাণ কথাটির স্পষ্ট ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এটি করতে গিয়ে তিনি নানা বিষয়ের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন করুণার বশবর্তী হয়ে দানখয়রাত করলে কীভাবে মানব-মর্যাদার অবমাননা ঘটে। আমাদের সমাজ যে এরূপ উপলব্ধিহীন মানুষে ভরে আছে, সেটিও তিনি দৃষ্টান্তদিয়ে দেখিয়েছেন। এছাড়া রাষ্ট্র, জাতি, সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগত চেতনা কীভাবে মানব কল্যাণের অন্তরায় ঘটাবে, সে বিষয়টিও তিনি দেখিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি একটি আত্মমর্যাদাপূর্ণ জাতি গড়ে তোলার সহায়ক নির্দেশনাও দিয়েছেন। কেবল মহৎপ্রাণ মানুষদের জীবনাদর্শের উত্তরাধিকারের দিকটি উঠে এসেছে। এ জীবনাদর্শ কীভাবে আমরা আমাদের জীবনে প্রয়োগ করে এক কল্যাণময় সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারি, মানবসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে পারি, সে বিষয়টিই মূলত উদ্দীপকে প্রাধান্য পেয়েছে।

সুদীপক ও ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের পর্যালোচনা শেষে বলা যায়, ‘মানবকল্যাণ’ প্রবন্ধটির বিষয়বস্তুর পরিধি ব্যাপক। এখানে কল্যাণময় পৃথিবী রচনার মানসে নানা অনুষ্ণের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। অন্যদিকে উদ্দীপকে কেবল মহৎ মানুষদের জীবনাদর্শ জভাবে আমাদের জীবনে প্রয়োগ করে মানব কল্যাণ সাধন করা যায় সে বিষয়টি উঠে এসেছে, যা প্রবন্ধটির একটি খ-াংশ।

তাই বলা হয়, “শুদীপকের বিষয়বস্তু ‘মানবকল্যাণ’ প্রবন্ধের সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে পারেনি।”- মন্তব্যটি যথার্থ।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৪

মাদার তেরেসা আশৈশব স্বপ্ন দেখেন মানবসেবার। একসময় যোগ দেন

খ্রিস্টান মিশনারি সংঘে। মানুষকে আরও কাছে থেকে সেবা দেওয়ার

লক্ষ্যে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন মিশনারিজ অব

চ্যারিটি। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে আরও অনেকেই এগিয়ে আসেন

এ মহান কাজে। একসময় এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেন

নোবেল পুরস্কার। সারা জীবনের তাঁর সবটুকু উপার্জনই বিলিয়ে দেন

মানবের কল্যাণে।

ক. ছাত্রজীবনে আবুল ফজল কোন আন্দোলনে যুক্ত হন?

খ. মানব কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত হয়েছে কীভাবে?

গ. উদ্দীপকটি ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের কোন দিকটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. “মাদার তেরেসা ‘মানব কল্যাণ প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের বাস্তব প্রতিফলন - মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করো।

সৃজনশীল উত্তর-৪

ক. ছাত্রজীবনে আবুল ফজল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত হন।

খ. মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব কল্যাণ

মানব-অপমানে পরিণত হয়।

লেখক বর্তমান পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখতে পান দুঃ, অবহেলিত, বাস্তহার, স্বদেশ-বিতাড়িত মানুষের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। আবার রিলিফ, রিহেবিলিটেশন প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারও বাড়ছে। তিনি আরও প্রত্যক্ষ করেন রেডক্রসের মতো সেবামর্মী সংস্থার সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এগুলোকে তিনি একধরনের মানব-অপমান বলে মনে করেন। কারণ এসবের মাধ্যমে কখনোই প্রকৃত মানব-কল্যাণ সাধিত হয় না। এগুলো মানুষকে ছোটো করে রাখার কৌশল ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার আর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া মানব কল্যাণ মানব-অপমানে পরিণত হয়।

গ. মানুষের সার্বিক মঙ্গল সাধনের দিক থেকে উদ্দীপকটি ‘মানব-কল্যাণ’

প্রবন্ধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক মানব কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারে সচেষ্ট হয়েছেন। সাধারণভাবে অনেকে দুঃ মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে মানব কল্যাণ মনে করেন। কিন্তু লেখকের মতে, এমন ধারণা খুবই সংকীর্ণ মনোভাবের পরিচায়ক। তাঁর মতে, মানব-কল্যাণের লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো।

উদ্দীপকের মাদার তেরেসা মানবতার পুরোধা ব্যক্তিত্ব। মানুষের সেবা করার জন্য তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। গড়ে তোলেন মিশনারিজ অব চ্যারিটি। সারাজীবনের সবটুকু উপার্জন তিনি মানবের কল্যাণে বিলিয়ে দেন। তাঁর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে অনেকেই এ মহান কাজে যুক্ত হয়েছে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মানবতার ধারক হিসেবে কাজ করে গেছেন।

তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মানব-কল্যাণের প্রকৃত আদর্শ ফুটে উঠেছে, যা ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. মানব কল্যাণে মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের জন্যই মাদার তেরেসা ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের বাস্তব প্রতিফলন।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক বলতে চেয়েছেন, মানব কল্যাণ মানবমর্যাদার সহায়ক। মানুষকে মানুষ হিসেবে এবং মানবিক বৃত্তির বিকাশের পথেই বেড়ে উঠতে হবে; আর তার যথাযথ ক্ষেত্র রচনাই মানব কল্যাণের প্রাথমিক সোপান। সাধারণভাবে অনেকে দুঃ মানুষদের করুণাবশত দান-

খয়রাত করাকে মানব-কল্যাণ মনে করেন। কিন্তু লেখকের মতে, মানব কল্যাণের লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো।

উদ্দীপকের মাদার তেরেসা তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময় মানবকল্যাণে ব্যয় করেছেন। মানুষকে আরও কাছ থেকে সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। তিনি আশৈশব স্বপ্ন দেখেন মানবসেবার। আর একসময় এ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি লাভ করেন নোবেল পুরস্কার।

উদ্দীপকের মাদার তেরেসা মনুষ্যত্বকে বাদ দিয়ে মানুষের জৈব অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মানবসেবার ব্রত গ্রহণ করেননি। আকাঙ্ক্ষা ছিল মানুষের সার্বিক মঙ্গল কামনা, যা মানব-কল্যাণ প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের অনুরূপ। লেখক মানুষের প্রতি সামার বন নয়, মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে সকল অমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন।

তাই বলা উদ্দীপকের মাদার তেরেসার মধ্যে আলোচ্য প্রবন্ধের বাস্তব প্রতিফলন স্পষ্ট।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৫

সবুজ ও শাহিন একই গ্রামের বাসিন্দা। তাদের পাশের গ্রামে ভবন ধসে অনেক মানুষ আটকে পড়েছেন। খবর শুনে সমৃদ্ধ ও শাহিন সেখানে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে অসংখ্য মানুষের বাঁচার জন্য আত্ননাদ শুনে সবুজ নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে সকলের সঙ্গে উদ্ধার কাজে অংশ নেয়। কিন্তু শাহিন তা না করে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে বাড়ি ফেরে। পরে বিপদগ্রস্ত কিছু পরিবারকে এই সহায়তা করে। আর সবুজ উদ্ধারকাজ শেষ হলে তাদের সার্বিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থার চেষ্টা করে।

ক. ‘রাঙা প্রভাত’ কী জাতীয় রচনা?

খ. যে রাষ্ট্র হাত পাতা বা চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে রাষ্ট্রের পরিণতি ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের শাহিন চরিত্রের মধ্যে ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘শাহিন নয়, সবুজের মধ্য দিয়েই মানব কল্যাণের আদর্শ ফুটে উঠেছে’ - ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি যুক্তিসহ বিচার করো।

সৃজনশীল উত্তর-৫

ক. ‘রাঙা প্রভাত’ একটি উপন্যাস।

খ. যে রাষ্ট্র হাত পাতা বা চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়, সে রাষ্ট্র কখনোই আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে না।

হাত পাতা বা চাটুকারিতা মানবচরিত্রের দুটি নেতিবাচক দিক। যে মানুষ বা জাতি এই দুটি কাজকে প্রশ্রয় দেয়, তারা যেন প্রকারান্তরে নিজের বা ঐ জাতির মর্যাদাকেই ভুলুষ্ঠিত করে। ফলে ঐ ব্যক্তি যেমন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠতে ব্যর্থ হয়, তেমনি ঐ জাতিও সুনাগরিক সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়। কারণ রাষ্ট্র জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনারই প্রতীক।

গ. যারা দুস্থ মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করাকে মানব কল্যাণ মনে করে, ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের সেই দিকটি উদ্দীপকের শাহিন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক বলেছেন যে, আমাদের সমাজের অনেকে আছেন, যারা দান-খয়রাত আর কাঙালি ভোজনকে মানব কল্যাণ মনে করেন। তারা মনে করেন, মানুষের জৈব অস্তিত্বের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়াই মানব কল্যাণ। অনেকে আবার বাহক কুড়োবার জন্যও এসব করে থাকেন। কেউ কেউ এক মুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াতেও মানব কল্যাণ মনে করেন, যা লেখক মানতে রাজি নন।

উদ্দীপকের শাহিন ভবন ধসে আটকে পড়া মানুষদের দুরবস্থা দেখতে গিয়ে কিছু না করে ফিরে আসে। পরবর্তীকালে সে কিছু পরিবারকে অর্থ সহায়তা করে। এর মধ্যদিয়েই সে মনে করে সে অনেক বড় কাজ করে ফেলেছে। কিন্তু মানব কল্যাণের উৎস মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানবিক চেতনা বিকাশের সাথে সম্পর্কিত।

তাই বলা যায়, ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে যারা সাময়িক অনুগ্রহ করাকে মানব কল্যাণ মনে করে শাহিন তাদের সমগোত্রীয়।

ঘ. উদ্দীপকের শাহিন সাময়িক অনুগ্রহ করাকে মানব কল্যাণ মনে করলেও মানব কল্যাণের প্রকৃত স্বরূপ ফুটে উঠেছে সবুজের মধ্য দিয়ে।

‘মানবকল্যাণ’ প্রবন্ধে লেখক মানব কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারে সচেতন হয়েছেন। তাঁর মতে, মানব-কল্যাণ হলো মানুষের সার্বিক মঙ্গলের প্রয়াস, যা মানব-মর্যাদার সহায়ক। এ কল্যাণের লক্ষ্য সকল অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উপ ঘটানো। কিন্তু যারা দয়া বা করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতকে মানব কল্যাণ মনে করে, তারা কখনোই প্রকৃত মানবসেবক নয়।

উদ্দীপকের শাহিন ভবন ধসে আটকে পড়া মানুষদের আত্ননাদ শুনে পেলোও অনুভব করতে পারেনি। তাই সাময়িক অর্থ দানকেই সে তাদের সমস্যার সমাধান হিসেবে ধরে নিয়েছে। কিন্তু সবুজ ঘটনাস্থলে পৌছামাত্রই উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে। নিজের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে তাদের পুনর্বাসনের জন্য কাজ করেছে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে মানব-কল্যাণের যে আদর্শ তুলে ধরা হয়েছে, তা কেবল উদ্দীপকের সবুজের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। কারণ সেবিপদগ্রস্ত মানুষগুলোর সার্বিক কল্যাণের সাথে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছে, কিন্তু শাহিন তা করেনি। সে কেবল আর্থিক অনুদান দিয়েই নিজের দায়িত্বের ইতি টানে। মনুষ্যত্বের অবমাননা যে ব্রিয়াকর্মের অবশ্যস্বাভাবী পরিণতি তাকে কিছুতেই মানব-কল্যাণ নামে অভিহিত করা যায় না।

তাই ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকের শাহিন নয়, সবুজের মধ্যে মানব কল্যাণের স্বরূপ ফুটে উঠেছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৬

উদ্দীপক-১: কবির সাহেবের কাছে একটি অনাথ ছেলে এসে কাজ চাইলে তিনি তাকে দশটি টাকা ভিক্ষা দিয়ে বিদায় করে দেন।

উদ্দীপক-২: বাদল সাহেবের কাছ একটি অনাথ ছেলে এসে ভিক্ষা চাইলে তিনি তাকে কাজের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য বদলের প্রস্তাব দেন। ছেলেটি তাতে রাজি হলে তাকে তিনি একটি সরকারি কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রে ভর্তি করিয়ে দেন। ছেলেটির হোস্টেলে থাকা-খাওয়া বাবদ হয় খরচ আসে তা বাদল সাহেব বহন করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিনামূল্যে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করে ছেলেটি আজ স্বাবলম্বী।

ক. মানব কল্যাণের কুৎসিত রূপ কোথায় দেখা যায়?

খ. ‘এ সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়।’ - কোন সত্যটা? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপক-১ ‘মানব কল্যাণ’ প্রবন্ধের কোন দিকটিকে তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘উদ্দীপক-২ এ ‘মানব কল্যাণ’ রচনার মূলভাব ফুটে উঠেছে’ মন্তব্যটির যথার্থতা আলোচনা করো।

সৃজনশীল উত্তর-৬

ক. মানব কল্যাণের কুৎসিত রূপ আমাদের আশপাশে, চারদিকে তাকালেই দেখা যায়।

খ. সব রকম কল্যাণ কর্মেরই যে সামাজিক পরিণতি রয়েছে, সে সত্যটা অনেক সময় ভুলে থাকা হয়।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের সবকিছুর সঙ্গেই তার সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে মানুষের কর্মের সাথে যে কেবল ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকে তা নয়, তার সামাজিক পরিণতিও অবিচ্ছিন্ন। যেহেতু সব মানুষই সমাজের অঙ্গ তাই তার সব রকম কল্যাণ-কর্মেরও রয়েছে সামাজিক পরিণতি। আর এ সত্যটিই অনেক সময় ভুলে থাকা হয়।

গ. উদ্দীপক-১ আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত ‘মানব-কল্যাণ’ সম্পর্কে মানুষের ভ্রান্তধারণার স্বরূপ তুলে ধরে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে আবুল ফজল মানব কল্যাণ সম্পর্কে মানুষের প্রচলিত ধারণাটি তুলে ধরেছেন। অধিকাংশ মানুষেরই বিশ্বাস মানুষকে করুণাবশত দান-খয়রাত করলেই তার কল্যাণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এর মধ্য দিয়ে মানুষের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করা হয়। বলে মনে করেন আবুল ফজল। তাঁর মতে, করুণা প্রদর্শনে নয় বরং দুস্থ মানুষকে তার হীন দশা থেকে মুক্ত করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করার মাধ্যমেই সত্যিকারের মানব কল্যাণ সম্ভব।

উদ্দীপক-১-এ আমরা দেখি কবির সাহেবের কাছে একটি ছেলে এসে কর্মসংস্থানের জন্য আবেদন জানায়। কবির সাহেব তাকে দশটি টাকা দিয়ে বিদায় করে দেন। এর মধ্য দিয়ে কবির সাহেবের সংকীর্ণ মনোবৃত্তির স্বরূপই ফুটে উঠেছে। ছেলেটিকে তিনি স্বাবলম্বনের পথ প্রদর্শনের পরিবর্তে ভিক্ষাবৃত্তিতে উৎসাহিত করেন, যা মানুষের জন্য সবচেয়ে মর্যাদাহানিকর কাজ। দশ টাকা দান করাকেই কবির সাহেব মানব-কল্যাণ হিসেবে মনে করেছেন।

‘মানব-কল্যাণ’ রচনা অনুসারে বলা যায়, কবির সাহেবের এ ভাবনাটি নিতান্তই অমূলক ও ভ্রান্ত।

ঘ. সমন্বিত প্রয়াসের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক মঙ্গল সাধনই ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধের মূলভাব, যার স্বরূপ উদ্দীপক-২ এ ফুটে উঠেছে।

‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে আবুল ফজল মানব কল্যাণ ধারণাটির তাৎপর্য বিচারে সচেষ্ট হয়েছেন। সাধারণত অনেকেই দান-খয়রাত করাকেই মানব-কল্যাণ ভেবে ভুল করেন। লেখকের মতে, মানব কল্যাণ হলো মানুষের মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার নিরন্তর প্রয়াস।

উদ্দীপক-২ এ আমরা ইতিবাচক একটি সামাজিক বার্তার সন্ধান পাই। বাদল সাহেবের কাছে একটি ছেলে ভিক্ষা চাইলে তিনি ছেলেটিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পরামর্শ দেন। ছেলেটি তাঁর কথায় রাজি হলে তিনি ছেলেটির পড়ালেখার পাশাপাশি কাজ শেখার ব্যবস্থা করে দেন। ছেলেটির ভরণ-পোষণের দায়িত্বও কাঁধে তুলে নেন। বাদল সাহেবের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাই সেদিনের দুস্থ ছেলেটিকে মর্যাদাবান, স্বাবলম্বী মানুষে পরিণত করেছে। মানব-কল্যাণ প্রবন্ধে লেখকও ঠিক এভাবেই মানব কল্যাণ নিশ্চিতের প্রত্যাশী।

মানব-কল্যাণের মূল লক্ষ্য অবমাননাকর অবস্থা থেকে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থায় মানুষের উত্তরণ ঘটানো। একজন ভিক্ষুককে কয়েকটি টাকা বা অন্য কোনো সাহায্য দান করার মাধ্যমে তার সার্বিক মঙ্গল নিশ্চিত করা যায় না বরং এতে

তার মর্যাদাহীন অব'াকেই প্রকারান্তরে সমর্থন হয়। এই বিষয়টিকেই আলোচ্য প্রবন্ধ মানুষের মনুষ্যত্ববোধ ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার শামিল বলেছেন। উদ্দীপকের বাদল সাহেবের মাঝেও এ বিষয়ে সচেতনতা লক্ষণীয়। প্রবন্ধের লেখকের মতে, এ ভ্রান্তধারণা থেকে বের হয়ে আমাদের মানুষের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল নিশ্চিত মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। তাঁর মতে, মানুষকে মর্যাদার সাথে জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলাই মানব-কল্যাণের প্রস্তুত উদ্দেশ্য। মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ববোধ, মুক্তবুদ্ধির জাগরণ এবং স্বাবলম্বনের মাধ্যমে আত্মমর্যাদা অর্জনই কল্যাণকামী সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। উদ্দীপকের বাদল সাহেবের মাঝে এই প্রয়াসই ফুটে উঠেছে।

সুতরাং উদ্দীপক-২ এ আলোচ্য প্রবন্ধের মূলভাব অর্থাৎ প্রকৃত মানব-কল্যাণ নিশ্চিতকরণের প্রসঙ্গটি ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথাযথ।

‘মানব কল্যাণ’ প্রবন্ধের বহুনির্বাচনী প্রশ্নোত্তর

১. আবুল ফজল মূলত কোন ধরনের সাহিত্যিক ছিলেন?

- ক. চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক✓
- খ. মননশীল নাট্যকার
- গ. সমাজচিন্তক ঔপন্যাসিক
- ঘ. যুক্তিশীল কথাসিঙ্গী

২. ‘চৌচির’ কোন ধরনের রচনা?

- ক. উপন্যাস✓
- খ. ছোটগল্প
- গ. নাটক
- ঘ. প্রবন্ধ

৩. আবুল ফজলের লেখা ‘রাঙা প্রভাত’ কোন জাতীয় রচনা?

- ক. উপন্যাস✓
- খ. নাটক
- গ. ছোটগল্প
- ঘ. প্রবন্ধ

৪. আবুল ফজলের লেখা ‘মূতের আত্মহত্যা’ কোন জাতীয় গ্রন্থ?

- ক. উপন্যাস
- খ. গল্পগ্রন্থ
- গ. ছোটগল্প✓
- ঘ. প্রবন্ধ

৫. নিচের কোনটির রচয়িতা আবুল ফজল?

- ক. সাহিত্য সংস্কৃতি সাধনা✓
- খ. সংস্কৃতির ভাঙা সেতু
- গ. সংস্কৃতি কথা
- ঘ. সভ্যতার সংকট

৬. ‘সাহিত্য সংস্কৃতি ও জীবন’ রচনাটির লেখক কে?

- ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
- গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ঘ. আবুল ফজল✓

৭. ‘মানবতন্ত্র’ প্রবন্ধটির লেখক কে?

- ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
- গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ঘ. আবুল ফজল✓

৮. নিচের কোনটি আবুল ফজলের প্রবন্ধ জাতীয় রচনা?

- ক. মাটির পৃথিবী
- খ. মূতের আত্মহত্যা
- গ. একুশ মানে মাথা নত না করা✓
- ঘ. দুর্দিনের দিনলিপি

৯. ‘রেখাচিত্র’ কোন জাতীয় রচনা?

- ক. উপন্যাস
- খ. গল্পগ্রন্থ
- গ. ছোটগল্প
- ঘ. দিনলিপি✓

১০. ‘দুর্দিনের দিনলিপি’ কে রচনা করেছেন?

- ক. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস
- খ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন
- গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- ঘ. আবুল ফজল✓

১১. সাহিত্যকৃতির জন্য আবুল ফজল কোন পুরস্কারে ভূষিত হন?

- ক. একুশে পদক
- খ. স্বাধীনতা পদক
- গ. শিল্পকলা পদক
- ঘ. বাংলা একাডেমি✓

১২. আবুল ফজল কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?

- ক. ১৯৭৩
- খ. ১৯৮৩✓
- গ. ১৯৯৩
- ঘ. ২০০৩

১৩. আবুল ফজলের মৃত্যুতারিখ কোনটি?

- ক. ৪ মার্চ
- খ. ৪ জুন
- গ. ৪ মে✓
- ঘ. ৪ এপ্রিল

১৪. আবুল ফজল কোথায় মৃত্যুবরণ করেন?

- ক. সিলেটে
- খ. ঢাকায়
- গ. চট্টগ্রামে✓
- ঘ. বরিশালে

১৫. আমাদের প্রচলিত ধারণা আর চলতি কথায় কোন কথাটা সস্তা ও মামুলি অর্থে ব্যবহৃত হয়?
ক. মানব-মর্যাদা
খ. পরোপকার
গ. মনুষ্যত্ববোধ
ঘ. মানব-কল্যাণ✓

১৬. একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়াকেও আমরা মানব কল্যাণ মনে করি কেন?
ক. উপলব্ধিহীনতার কারণে✓
খ. মানসিক বিকারগ্রস্ততার কারণে
গ. যথার্থ উপলব্ধির কারণে
ঘ. মানবহিতৈষী মনোভাবের কারণে

১৭. কোন কাজ মনুষ্যত্ববোধ ও মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে?
ক. ভিক্ষা প্রদান করা✓
খ. অন্যকে সাহায্য-সহযোগিতা করা
গ. অপরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া
ঘ. মানবসেবায় নিয়োজিত হওয়া

১৮. কোন বিষয়টি সাধারণত আমাদের উপলব্ধি করা হয় না?
ক. মানুষকে অপমানিত করার
খ. মানুষকে বঞ্চিত করার
গ. মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার✓
ঘ. মানুষকে সাহায্য-সহযোগিতা করার

১৯. ‘ওপরের হাত সব সময় নিচের হাত থেকে শ্রেষ্ঠ’— কথাটি কে বলেছিলেন?
ক. আবুল ফজল
খ. গৌতম বুদ্ধ
গ. ইসলামের নবি✓
ঘ. জনৈক ঋষি

২০. ‘নিচের হাত’ বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?
ক. পরোপকারী
খ. গ্রহীতা✓
গ. মহৎ হৃদয়
ঘ. দাতা

২১. ‘ওপরের হাত’ বলতে কাকে বুঝিয়েছেন?
ক. পরোপকারী
খ. গ্রহীতা
গ. মহৎ হৃদয়
ঘ. দাতাকে✓

২২. ‘নিচের হাত’ দ্বারা কোনটি বোঝায়?
ক. পরোপকারী
খ. দাতা
গ. মহৎ হৃদয়
ঘ. আত্মমর্যাদাহীন✓

২৩. দান বা ভিক্ষা গ্রহণকারীর মাঝে কোনটি প্রতিফলিত হয়?
ক. বিষণ্ণতা
খ. সততা
গ. মৌনতা
ঘ. দীনতা✓

২৪. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতা কোথায় প্রতিফলিত হয়?
ক. মুখমণ্ডলে
খ. সর্ব অবয়বে✓
গ. অন্তর মাঝে
ঘ. হৃদয়ের গভীরে

২৫. ভিক্ষা গ্রহণকারীর দীনতার প্রতিফলিত অবস্থাকে লেখক কী বলে অভিহিত করেছেন?
ক. নির্মোহ
খ. সাদামাটা
গ. বীভৎস✓
ঘ. নগণ্য

২৬. মনুষ্যত্ব আর মানব-মর্যাদার দিক থেকে অনুগ্রহকারী আর অনুগ্রহীতের মধ্যে পার্থক্য কেমন?
ক. আকাশ-পাতাল✓
খ. সীমাহীন
গ. সামান্য
ঘ. নগণ্য

২৭. কোনটি জাতির যৌথ জীবন আর যৌথ চেতনার প্রতীক?
ক. রাষ্ট্র✓
খ. জনগণ
গ. সমাজ
ঘ. পরিবার

২৮. জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা কার দায়িত্ব?
ক. রাষ্ট্রের✓
খ. জনগণ
গ. সমাজ
ঘ. পরিবার

২৯. ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধানুসারে রাষ্ট্রের বৃহত্তর দায়িত্ব কোনটি?

ক. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা

খ. জাতীয় রপ্তানির পরিমাণ বাড়ানো

গ. জাতিকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা✓

ঘ. জাতির অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

৩০. লেখকের মতে, কখন রাষ্ট্র আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়?

ক. যখন হাতপাতা আর চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় দেয়✓

খ. যখন বিদেশি পণ্য আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করে

গ. যখন রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়

ঘ. যখন জনগণ তাদের আত্মগৌরব বিস্মৃত হয়

৩১. লেখক কোন কাজকে মানব-কল্যাণ বলে মনে করেন না?

ক. অপরের কল্যাণে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেওয়াকে

খ. অপরের ব্যথায় ব্যথিত হওয়াকে

গ. অপরকে সাহায্য-সহযোগিতা করাকে

ঘ. করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতকে✓

৩২. মনুষ্যত্ববোধ ও মানব-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় কীভাবে?

ক. মানব-কল্যাণের প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পারায়✓

খ. অসহায়কে একমুষ্টি ভিক্ষা না দেওয়ায়

গ. বেশি বেশি দান-খয়রাত না করায়

ঘ. অধিক পরিমাণ সম্পদ সঞ্চিত করে রাখায়

৩৩. মনুষ্যত্ববোধ ও মানব-মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার বিষয়টি আমাদের উপলব্ধি করা হয় না কেন?

ক. আত্মস্বার্থে মানব-মর্যাদাকে অবমাননা করার কারণে

খ. মানব-কল্যাণ থেকে মানুষের মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার কারণে

গ. মানব-কল্যাণের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে না পারার কারণে✓

ঘ. মানব-কল্যাণের উল্টো অর্থ করার কারণে

৩৪. লেখকের মতে, একটি রাষ্ট্র কীভাবে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টি করতে পারে?

ক. রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করার মাধ্যমে

খ. হাতপাতা বা চাটুকারিতাকে প্রশ্রয় না দেওয়ার মাধ্যমে✓

গ. বিদেশি পণ্যের আমদানি বৃদ্ধি করার মাধ্যমে

ঘ. দেশের জনগণকে আত্মমর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে

৩৫. অনুগ্রহকারী এবং অনুগ্রহীতের মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাত কেন?

ক. তাৎপর্যহীন বলে

খ. সম্পর্কহীন হওয়ায়

গ. আপাত সাদৃশ্য থাকায়

ঘ. সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বলে✓

৩৬. দয়া বা করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতকে লেখক-মানব কল্যাণ বলে মনে করেন না কেন?

ক. প্রকৃত মানব কল্যাণ সাধিত হয় না বলে✓

খ. মানুষের কোনো উপকার সাধিত হয় না বলে

গ. মানুষের ক্ষতিসাধন করে বলে

ঘ. মানুষের বোধশক্তিকে নষ্ট করে বলে

৩৭. মনুষ্যত্বের অবমাননা বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

ক. মানুষের বোধশক্তি নষ্ট হওয়াকে

খ. মানুষের অকল্যাণ সাধিত হওয়াকে

গ. মানুষের অভাব দীর্ঘস্থায়ী হওয়াকে

ঘ. মানুষের মর্যাদাবোধ ক্ষুণ্ণ হওয়াকে✓

৩৮. মানব-কল্যাণের উৎস মানুষের মর্যাদাবোধ বৃদ্ধি আর মানসিক চেতনা বিকাশের মধ্যেই নিহিত কেন?

ক. অর্থনৈতিক মুক্তি সাধিত হয় বলে

খ. মনুষ্যত্ববোধ অর্জন সম্ভব হয় বলে✓

গ. মহানুভবতা অর্জন সম্ভব হয় বলে

ঘ. মানুষের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরে বলে

৩৯. ইসলামের নবি (সা.) ভিক্ষুককে কুড়াল কিনে দিয়েছিলেন কেন?

ক. পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের জন্য

খ. শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য

ঘ. স্বাবলম্বনের মাধ্যমে মর্যাদার সাথে জীবনযাপনের জন্য✓

ঘ. ভিক্ষা ছেড়ে কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহের জন্য

৪০. করুণার বশবর্তী হয়ে দান-খয়রাতের অবশ্যস্বার্থী পরিণতি কী?

ক. মনুষ্যত্বের অবমাননা✓

খ. মনুষ্যত্বের উন্নয়ন

গ. মনুষ্যত্বের বিকাশ

ঘ. মানব-মর্যাদা বৃদ্ধি

৪১. লেখকের মতে, মানব-কল্যাণের উৎস কোথায় নিহিত?

ক. মানুষকে মহিমান্বিত করা ও সামাজিক বিকাশের

মধ্যে

খ. মানুষের আর্থিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের মধ্যে

গ. ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির পাশাপাশি রাষ্ট্রের উন্নয়নের মধ্যে

ঘ. মানুষের মর্যাদাবৃদ্ধি ও মানবিক চেতনা বিকাশের মধ্যে✓

৪২. ‘মানব-কল্যাণ’ প্রবন্ধে বর্ণিত ভিক্ষুক কার কাছে ভিক্ষা চাইতে এসেছিল?

ক. ইসলামের নবির কাছে✓

খ. প্রাবন্ধিকের কাছে

গ. জনৈক ধনী ব্যক্তির কাছে

ঘ. একজন ব্যবসায়ীর কাছে

৪৩. নবি ভিক্ষুককে কী দিয়েছিলেন?

ক. অর্থ

খ. গরু

গ. কুড়াল✓

ঘ. কাপড়

৪৪. মানুষকে কী হিসেবে বেড়ে উঠতে হবে?

ক. সাহসী

খ. প্রগতিশীল

গ. শক্তিশালী

ঘ. মানুষ✓

৪৫. মানুষকে কোন পথে বেড়ে উঠতে হবে?

ক. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের পথে

খ. মানবিক বৃত্তি বিকাশের পথে✓

গ. সামাজিক মূল্যবোধ বিকাশের পথে

ঘ. রাজনৈতিক চেতনা বিকাশের পথে

৪৬. মানব-কল্যাণের প্রাথমিক সোপান রচনার দায়িত্ব কার?

ক. পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের✓

খ. ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের

গ. ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের

ঘ. ব্যক্তি, পরিবার ও রাষ্ট্রের

৪৭. সমাজের ক্ষুদ্রতম অঙ্গ বা ইউনিট কোনটি?

ক. পরিবার✓

খ. সমাজ

গ. রাষ্ট্রের

ঘ. ব্যক্তি

৪৮. লেখকের মতে, মানব-কল্যাণ কী হতে পারে না?

ক. ক্ষুদ্র

খ. স্থূল

গ. সংকীর্ণ

ঘ. স্বয়ম্ভূ✓

৪৯. প্রতিটি মানুষকে কেমন হতে হবে?

ক. সামাজিক✓

খ. বিচ্ছিন্ন

গ. সম্পর্ক রহিত

ঘ. স্বয়ম্ভূ

৫০. প্রতিটি মানুষের কল্যাণ কীসের সাথে সম্পর্কিত?

ক. পরিবারের ভালো-মন্দের সাথে

খ. সমাজের ভালো-মন্দের সাথে✓

গ. ধর্মের ভালো-মন্দের সাথে

ঘ. প্রতিবেশীর ভালো-মন্দের সাথে